Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ড. মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 227020007

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ড. মরিয়ম আক্তার

রোলঃ 227020007

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ড. মরিয়ম আক্তার, আইডিঃ 227020007 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার বিধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

ড. মরিয়ম আক্তার

আইডিঃ 227020007

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

প্রথম অধ্যায় 6

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা 6

দেশসমূহ অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যার তালিকা 7

মহাদেশ অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা 8

বাংলাদেশের অবস্থা 9

দ্বিতীয় অধ্যায় 10

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান 10

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার কারণ 10

২. ১.অমুসলিম দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অবস্থান করা 10

২. ১. ২.অমুসলিম দেশে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা 10

২. ১. ৩.অমুসলিম দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অবস্থান করা ইসলামে জায়েজ কিনা 11

২.২.জীবিকার প্রয়োজনে...12

কাফির রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য অবশ্যই দুটো প্রধান শর্ত পূরণ হতে হবে। যথা: 14

২.৩.উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে..16

২.৪. ভ্রমণের উদ্দেশ্যে 17

২.৫.চিকিৎসার জন্য 19

২.৬. অমুসলিম দেশে প্রথম থেকেই বসবাসরত একজন নওমুসলিম: 19

২.৭. রাজনৈতিক আশ্রয় 19

তৃতীয় অধ্যায়..19

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার ধরন..19

৩ .১.বসবাসের ধরন 20

৩. ২ অমুসলিম দেশে মুসলমানদের নাগরিকত্ব গ্রহণ 20

৩. ২. .১.অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান 21

৩. ২. ২. নাগরিকত্ব গ্রহণ জায়েজ কিনা 23

৩. ২. ৩.যেসব শর্তে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যাবে 24

৩. ২. ৪. অমুসলিম দেশে যেভাবে বসবাস করবে 24

৩. ২. ৫. নবীজি (সা.)-এর সতর্কবার্তা 25

চতুর্থ অধ্যায় 26

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের সমস্যা ও তার সমাধান 26

৪.১.অমুসলিম দেশে মুসলিম পরিচয় রক্ষা 26

মুসলিম পরিচয় বহনের গুরুত্ব 26

ইসলামকে ধারণ করা 27

পরিবার রক্ষার জন্য পরিকল্পনা 27

আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা আবশ্যক 28

৪. ১. ১. মুসলিম পরিচয় রক্ষার উপায় 28

৪. ২ .অমুসলিম দেশে মুসলিম সন্তান প্রতিপালন 30

৪. ৩ .অমুসলিম দেশে মুসলমানদের খাবার দাবার 33

৪. ৩ . ১. অমুসলিম দেশে সুপারশপ থেকে মাংস কিনে খাওয়া 33

৪. ৩ . ২ অমুসলিমের তৈরি ইফতার খাওয়া 35

৪. ৩ . ৩ অমুসলিম দোকানে খাওয়া 36

৪. ৩ .কাফেরের হাদিয়া গ্রহণ 36

৪. ৪ **.কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ** 38

পঞ্চম অধ্যায় 41

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা 41

৫. ১.অমুসলিম দেশে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা 41

ষষ্ঠ অধ্যায় 44

অমুসলিম দেশের সংস্কৃতি 44

৬. ১.অমুসলিম দেশে আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি... 44

৬. ২ .অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় 45

৬. ৩.তরুণ সমাজকে রক্ষা করা 45

সপ্তম অধ্যায় 47

উপসংহার 47

ভূমিকা

চাকরি, লেখাপড়া, যুদ্ধ-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা ও উন্নত জীবন লাভের আশায় মুসলিম দেশ থেকে বহু মুসলিম অমুসলিম দেশে পাড়ি জমায়। তাদের অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদে অমুসলিম দেশে বসবাস করে। আবার কেউ কেউ অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বও গ্রহণ করে। এসব দেশে অনেকেই নাগরিকত্ব গ্রহণ করাটাকে গর্বের বিষয় মনে করে। কিন্তু অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো মুসলিম পরিচয় রক্ষা করা। বিশেষত অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারের সন্তানদের অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী জীবনধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করছে, যা খুবই উদ্বেগজনক। মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো পরিপূর্ণরূপে ইসলাম পালন করা। আংশিক পালন এবং আংশিক ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে কুরআনের বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। শয়তান তথা ইসলাম বহির্ভূত বিষয়াবলীর অনুসরন ও অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। **উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বহু মানুষ অতি দরিদ্র** ।তাদের মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছে যে তিনবেলা ঠিকমতো পেট পড়ে খেতে পায় না, তাদের বেশিরভাগ অশিক্ষিত, ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান তেমন একটা নেই, নেই ঈমান আকিদা**র শিক্ষা** । আছে হারাম হালালের মিশ্রণ । এসব এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারীরা এদেরকে খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করছে, অনেক ক্ষেত্রে তারা ভালো সাফল্য লাভ করেছে । আমাদের নিজে দেশে মুসলমানদের দেশে এই অবস্থা । বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রচুর মুসলমান অমুসলিম দেশে উন্নত জীবন যাপনের আশায় ছুটে চলছে । আর যারা অমুসলিমদের দেশে যেসব মুসলমান স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবি বসবাস করছে তাদের কি অবস্থা হতে পারে চিন্তার বিষয় । তাদের মধ্যে অনেকেই চিন্তা করে না তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর কি অবস্থা হবে ইসলামী ঈমান আকিদার কি অবস্থা হবে । প্রকারান্তরে নিজেদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আগুনী দিকে ঠেলে দিচ্ছে । আমরা মুসলিম হিসেবে বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হবে ।

আমাদের এই গবেষণায় অমুসলিমদের দেশে মুসলমানদের বসবাসের কারণ সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা

গবেষণা অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৭৫৫ কোটি, যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৯০ কোটি। বিশ্বে মোট ৫৬ টি মুসলিমপ্রধান দেশ আছে এবং বর্তমানে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩% মুসলিম। মুসলিমদের মধ্যে প্রায় ২০% এশিয়ায় বসবাস করে। ২০০৯-এ পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ মুসলমান। এ গবেষণা অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৭৫৫ কোটি, যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৯০ কোটি। বিশ্বে মোট ৫৬ টি মুসলিমপ্রধান দেশ আছে এবং বর্তমানে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩% মুসলিম। মুসলিমদের মধ্যে প্রায় ২০% এশিয়ায় বসবাস করে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ২০ কোটি ৩০ লাখ মুসলিম বাস করে, যা বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ১৩%। পাকিস্তানে ১৭ কোটি ৪০ লাখ, ভারতে ১৭ কোটি ৭২ লাখ, বাংলাদেশে ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১। এবং ইরান ও তুরস্কে ৭ কোটি ৪০ লাখ মুসলিম বসবাস করে। এই ছয় দেশে বিশ্বের মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ৫৩% বাস করে।

বিশ্বের মধ্যে এশিয়ায় প্রায় ৮৫% মুসিলম বসবাস করে এবং এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে আবার প্রায় অর্ধেক বাস করে দক্ষিণ এশিয়ায়। মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকায় ৩১ কোটি ৫০ লাখ মুসলিম বসবাস করে। নিম্ন-সাহারা এলাকায় প্রায় ২৪ কোটি মুসলিমের বসবাস, যা মোট মুসলমান জনসসংখ্যার প্রায় ১৫%। তাছাড়া প্রায় ৩০ কোটি মুসলমান বাস করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা বিশ্বে তৃতীয়, যা ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরে। চীনে জনসংখ্যার প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মুসলমান যা সিরিয়ার থেকে বেশি অন্যদিকে রাশিয়ার মুসলমান জনসংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখ যা জর্ডান ও লিবিয়া দুই দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর চেয়েও বেশি। ইউরোপে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ মুসলমান বসবাস করে।

দেশসমূহ অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যার তালিকা

নিচের তালিকাটি পিউ রিসার্চ সেন্টারের জনসংখ্যা-বিষয়ক প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে (যেগুলিতে আছে) যা ২৭শে জানুয়ারি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় যেটা নিচে মানচিত্রের মাধ্যমে দেশ অনুযায়ী এবং শতাংশের হিসাবে মুসলমান জনসংখ্যা দেখানো হলো।

টেবিল: মহাদেশ অনুযায়ী ইসলাম

অঞ্চল	মুসলিম	মোট জনসংখ্যায় মুসলিম শতাংশ (%)	বিশ্ব মুসলিম জনসংখ্যায় শতাংশ (%)
বিশ্ব	১,৮০,০০,০০,০০০	২৪.১	১০০.০
ইউরোপ	৪,৪১,৩৮,০০০	৬.০	২.৭
সাব-সাহারা আফ্রিকা	২৮,৩৩,০২,৩৯৩	২৯.৬	১৫.৭
মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা	৩১,৫৩,২২,০০০ – ৪৮,৮৬,০৩,৮৩৮	৯১.২	২৭.১
দক্ষিণপূর্ব এশিয়া	২৪,০০,০০,০০০	৪০.০	১৩.৩
পূর্ব এশিয়া	৫,০০,০০,০০০[৬৯]	৩.১	২.৮
দক্ষিণ এশিয়া	৬০,০০,০০,০০০	৩১.৪	৩০.৬
এশিয়া	১,২০,০০,০০,০০০	২৪.৩	৬৬.৭
মধ্য এশিয়া	৫,৪০,০০,০০০	৮১	৩.০
আফ্রিকা	৫৫,০০,০০,০০০	৪৭	৩০.৬
উত্তর আমেরিকা	৩৫,০০,০০০ – ৭০,০০,০০০	১.০	০.৪

অঞ্চল	মুসলিম	মোট জনসংখ্যায় মুসলিম শতাংশ (%)	বিশ্ব মুসলিম জনসংখ্যায় শতাংশ (%)
দক্ষিণ আমেরিকা	৭,৯১,০০০	০.২	০.০৪
ওশেনিয়া	৬,৫০,০০০	১.৬	০.০৪

মহাদেশ অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা

মহাদেশ অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা জনসংখ্যার তালিকা টেবিলে দেখানো হলো ।

দেশ অনুযায়ী ইসলাম

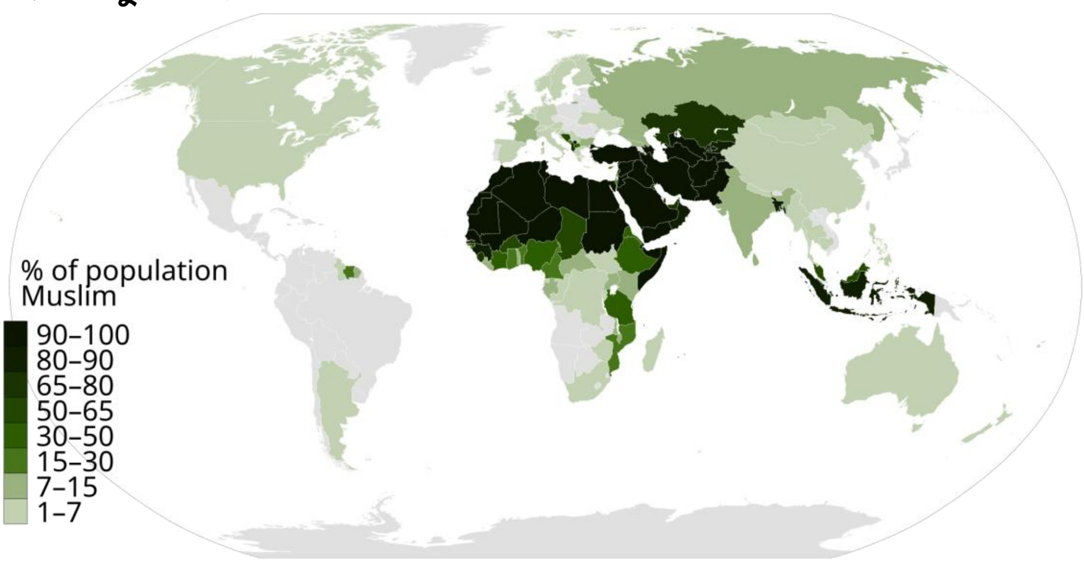

চিত্র :দেশ অনুযায়ী ইসলাম

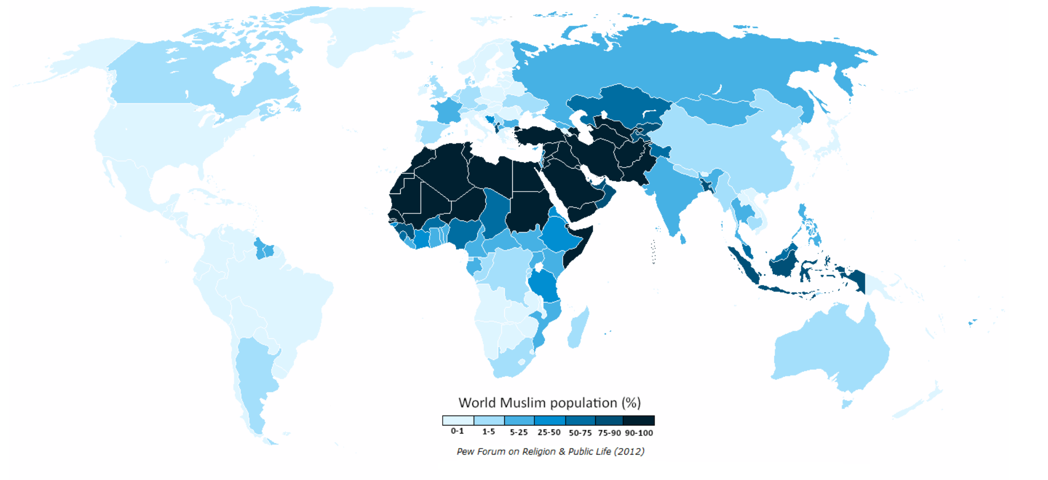

চিত্র :শতাংশের হিসাবে মুসলমান জনসংখ্যা

বাংলাদেশের অবস্থা

ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান ধর্ম। এ দেশের সর্বাধিক জনগণ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ১৪৮.৬ মিলিয়ন (১৪.৮৬ কোটি), যা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলমান জন-অধ্যুষিত দেশ (ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতের পরে)। ২০২২ সালের ডিজিটাল জনশুমারি অনুসারে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯১.০৪ শতাংশ মুসলমান। **কিন্তু বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বহু মানুষ অতি দরিদ্র** ।তাদের মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছে যে তিনবেলা ঠিকমতো পেট পড়ে খেতে পায় না, তাদের বেশিরভাগ অশিক্ষিত, ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান তেমন একটা নেই, নেই ঈমান আকিদা**র শিক্ষা** । এসব এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারীরা এদেরকে খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করছে, অনেক ক্ষেত্রে তারা ভালো সাফল্য লাভ করেছে । আমাদের নিজে দেশে মুসলমানদের দেশে এই অবস্থা । বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রচুর মুসলমান অমুসলিম দেশে উন্নত জীবন যাপনের আশায় ছুটে চলছে । আর যারা অমুসলিমদের দেশে যেসব মুসলমান স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবি বসবাস করছে তাদের কি অবস্থা হতে পারে চিন্তার বিষয় । তাদের মধ্যে অনেকেই চিন্তা করে না তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর কি অবস্থা হবে ইসলামী ঈমান আকিদার কি অবস্থা হবে । প্রকারান্তরে নিজেদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আগুনী দিকে ঠেলে দিচ্ছে । আমরা মুসলিম হিসেবে বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার **কারণ**

প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে অনেক মুসলিম দেশগুলোতে পারি জমাচ্ছে এবং অমুসলিমদের সাথে বসবাস করছে । এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে । নিচে তা আলোচনা করা হলো :

২. ১.অমুসলিম দেশে **ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে** অবস্থান করা

২. ১. ২.অমুসলিম দেশে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

দাওয়াতে দ্বীন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। মানবজীবনে ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে দাওয়াতি কাজের ওপর। আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের সকলেরই দায়িত্ব ছিল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন ও সফলতার বন্ধ তালা একমাত্র দাওয়াতে দ্বীন খুলে দিতে পারে। মানবতার বিবেক ও মানব উন্নয়ন ও বিকাশের দরজার তালা দাওয়াতি কাজই কেবল খুলে দিতে পারে। দাওয়াতি কাজ মানে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজ। দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মুসলিম জাতির বিস্তৃতি লাভ করে।

বর্তমান সময়ে ইসলামের দাওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছাবার গুরুত্ব মোটেও গৌণ করে দেখার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটে দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধিত হয়। নির্মিত হয় ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের আদী পিতা হযত আদম আ. এর মাধ্যমে ইসলামের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছিল এর রশ্মি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ, তাঁর প্রিয় নবী-রাসূলদের অক্লান্ত ত্যাগ, কুরবানী, পরিশ্রম ও ব্যাপক দাওয়াতি কাজ। উম্মাহর

উত্থানে দ্বীনি দাওয়াতি কাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে উম্মাহর পতনের কারণও হল দাওয়াতি কাজের দুর্বলতা । সমাজের জাহেলিয়াত কুসংস্কার ও সকল অশ্লীলতার তালা দাওয়াতই খুলে দিতে পারে। একমাত্র ইলাহই মানবতার সকল সমস্যা ও অশান্তির শেকড় কেড়ে নিতে পারে। খুলে দিতে পারে শান্তির পায়রা। দাওয়াত মুসলিম উম্মাহর পুষ্টি সাধন করে। বিশালতা দান করে। দাওয়াতে দ্বীন ইসলামী সভ্যতা বিনির্মাণের প্রাথমিক সোপান। দাওয়াতে দ্বীন ইসলাম অনুশীলনের প্রেরণা যোগায়। দাওয়াতে দ্বীন উম্মাহর স্থবিরতা দূর করে। গতিশীলতা আনয়ন করে। দাওয়াত ব্যক্তি ও সমাজকে জাগিয়ে তুলে। দাওয়াত জাতির বুকে স্বপ্ন জাগায়। আশার আলো দেখায়।

২. ১. ৩.অমুসলিম দেশে **ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে** অবস্থান করা **ইসলামে জায়েজ কিনা**

কোন মুসলিম যদি অন্তরে কাফিরদের দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের নিয়ত রাখেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে অবস্থান করে যে কাফেরদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিবে, কিংবা সেখানে বসবাসরত মুসলিমদেরকে ইসলামী হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে, কিংবা দ্বীনের উপর অটল অবিচল থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে উদ্ধুদ্ধ করবে, এসব উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করা শুধু কেবল জায়েযই নয়, বরং ছাওয়াবের অধিকারীও হবে। সে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে থাকার বন্দোবস্তও করতে পারবেন। সদাসর্বদা নিজের ঈমান ইসলামের প্রতি সযত্ন থাকতে হবে।

যেমন বহু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনগণ এধরনের নেক নিয়তে অমুসলিম দেশে বসবাস করছেন। যা পরবর্তীতে তাদের সুমহান জীবন চরিতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছে।

২.২.জীবিকার প্রয়োজনে

হালাল উপার্জন এবং হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার জন্য।

কোনো ব্যক্তি যদি মুসলিম দেশে হন্যে হয়ে খোঁজাখোঁজি করা সত্ত্বেও জীবিকা উপার্জনের কোন সোর্স ব্যবস্থা করতে না পারে, এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো অমুসলিম দেশে জায়েয কোনো চাকরি পেয়ে যায়,তাহলে দু’টি শর্ত সাপেক্ষে তার জন্য সেখানে যাওয়া এবং বসবাস করা জায়েয হবে।

কেননা, হালাল জীবিকা অন্বেষণ করাও ফরজ ইবাদতসমূহের পর একটি অন্যতম ফরজ কাজ। আর জীবিকা উপার্জনের জন্য ইসলাম কোনো জায়গাকে নির্দিষ্ট করে দেয়নি। বরং জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাপক অনুমতি রয়েছে যে, যেখান থেকে ইচ্ছা করবে সেখান থেকে জীবিকা উপার্জন করতে পারবে।

ইবাদত করা যেমন ফরজ, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জন বা হালাল রুজি অন্বেষণ করাও ফরজ। আল্লাহ পাকের নির্দেশ-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিকা অন্বেষণ কর, তথা উপার্জন কর (সূরা জুমুয়া-১০)।

জীবিকা উপার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। কেউ চাকরি করেন, কেউবা ব্যবসা বাণিজ্য করেন। আবার অনেকে দেশের বাইরে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে কাজ করতে যান। এক্ষেত্রে সবাই মুসলিম দেশে যাওয়ার সুযোগ পান না। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও যেতে হয় অনেককে।

যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন সুগম, সুতরাং তোমরা তাতে ভ্রমণ কর এবং তার দেয়া জীবিকা থেকে আহার কর, তোমাদেরকে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে”। (সূরা মুল্ক : আয়াত, ১৫)

তবে বিনা প্রয়োজনে সেখানে চাকরী এবং বসবাসের কোনো অনুমিত শরীয়তে নেই। উপার্জনের জন্য অমুসলিম দেশে না যাওয়াই উত্তম।

যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন,

وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ

সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেও না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে।”
(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০, সনদ হাসান)।

হাদীস শরীফে এসেছে,

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمَ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

জারীর ইবনু ’আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খস্’আম সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। অতঃপর উক্ত সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক আত্মরক্ষার জন্য সাজদারত হলো, কিন্তু দ্রুতবেগে তাদেরকে হত্যা করা হলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) পরিশোধ করার জন্য হুকুম দিয়ে বললেন, যে সকল মুসলিমরা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, আমার ওপর তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল, এরূপ কেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেননা তাদের

উচিত ছিল অনতিদূরে অবস্থান করা, যাতে একে অপরের আগুন পর্যন্ত দৃষ্টিপাত না হয়। (আবূ দাঊদ ২৬৪৫, তিরমিযী ১৬০৪,ছহীহাহ ৬৩৬.মিশকাত ৩৫৪৭)

কাফির রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য অবশ্যই দুটো প্রধান শর্ত পূরণ হতে হবে। যথা:

প্রথম শর্ত: সেখানে আমলী জিন্দিগী তথা, ইসলামী বিধি-বিধান পরিপালনে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকতে হবে।

বসবাসকারীকে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তার এমন ‘ইলম, ঈমান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে, যা তাকে দ্বীনের ওপর অটল থাকার মতো এবং বক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার মতো আত্মবিশ্বাসের জোগান দেয়। আর কাফিরদের প্রতি তার অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে। অনুরূপভাবে কাফিরদের সাথে মিত্রতা ও তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিপন্থি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে; যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।” [সূরাহ মুজাদালাহ: ২২]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

“হে মু’মিনগণ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যই তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে।’ অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে।” [সূরাহ মা’ইদাহ: ৫১-৫২]

নাবী ﷺ বলেছেন,

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

“মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে।” [সাহীহ বুখারী, হা/৬১৬৯; সাহীহ মুসলিম, হা/২৬৪০]

আল্লাহ’র শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ। কেননা তাদেরকে ভালোবাসলে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করা এবং তাদের অনুসরণ করা, কিংবা কমপক্ষে তাদের কর্মের বিরোধিতা না করা—জরুরি হয়ে যায়। একারণে নাবী ﷺ বলেছেন, “মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে।”

দ্বিতীয় শর্ত: সেখানকার প্রচলিত অশ্লীলতা, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে।

নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, বসবাসকারী ব্যক্তি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলামের নিদর্শনাবলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। নামাজ, জুমু‘আহ ও জামা‘আত—যদি তার সাথে জামা‘আতে নামাজ ও জুমু‘আহ প্রতিষ্ঠা করার মতো কেউ থেকে থাকেন—প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না।

অনুরূপভাবে জাকাত, রোজা, হজ ও অন্যান্য শার‘ঈ নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। যদি এসব কাজ করার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে তখন হিজরত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে বসবাস করা জায়েজ হবে না।

উপরে উল্লেখিত ২ টি শর্ত মানতে পারলে অমুসলিম দেশে যাওয়া যাবে । অন্যথায় যাওয়া জায়েজ নেই।

২.৩.উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরই হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের যে সব দেশে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী যেতে আগ্রহী থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানি চীন, জাপান, তুরস্ক ও দক্ষিণ কোরিয়া।

আমাদের সমাজে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে উচ্চশিক্ষাকে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যেও অনেকে উচ্চশিক্ষা সনদ অর্জনে সচেষ্ট।

আন্ডারগ্রাজুয়েট, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি বা ডক্টরেট ডিগ্রি প্রোগ্রামে অধ্যায়ন ইচ্ছুক প্রায় সব শিক্ষার্থীই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অথবা আংশিক মূল্যের স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যেতে চান বাইরের দেশে। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অমুসলিম দেশে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ জায়েজ যাওয়া জায়েজ আছে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই দুটো প্রধান শর্ত মেনে চলতে হবে।

প্রথম শর্ত:

বসবাসকারীকে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তার এমন ‘ইলম, ঈমান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে, যা তাকে দ্বীনের ওপর অটল থাকার মতো এবং বক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার মতো আত্মবিশ্বাসের জোগান দেয়। আর কাফিরদের প্রতি তার অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে। অনুরূপভাবে কাফিরদের সাথে মিত্রতা ও তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিপন্থি। সমস্ত প্রকার অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

,

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

"তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে; যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।" [সূরাহ মুজাদালাহ: ২২]

দ্বিতীয় শর্ত:

নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, বসবাসকারী ব্যক্তি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলামের নিদর্শনাবলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। নামাজ, জুমু'আহ ও জামা'আত—যদি তার সাথে জামা'আতে নামাজ ও জুমু'আহ প্রতিষ্ঠা করার মতো কেউ থেকে থাকেন—প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। অনুরূপভাবে জাকাত, রোজা, হজ ও অন্যান্য শার'ঈ নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। যদি এসব কাজ করার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে তখন হিজরত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে বসবাস করা জায়েজ হবে না।

২.৪. ভ্রমণের উদ্দেশ্যে

অশ্লীলতা বা গুনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মুসলমানদের অমুসলিম দেশের পর্যটন স্থলে যাওয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

'তোমরা প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম -১৫১)*।

বরং আল্লাহ তা'আলা সফর করতে বলেছেন যেখানে গেলে তাঁর সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করা যাবে এবং পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতির শাস্তির কথা জানা যাবে।

যেমন আল্লাহ বলেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে সর্বশক্তিমান' *(আনকাবুত-২০)*।

তিনি আরো বলেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

বলে দাও! তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আন'আম-১১)*

তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ:

এক. ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইলম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

দুই. তার কাছে এমন দীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।

তিন. অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে। এতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন চিকিৎসার জন্য অথবা শিক্ষা অর্জনের জন্য, যা অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না, তা হলে কোনো অসুবিধা নেই।

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোনো দরকার নেই; বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া যায় যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। আমাদের ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব।

২.৫.চিকিৎসার জন্য

চিকিৎসার জন্য অমুসলিম দেশে যাওয়া,প্রকাশ থাকে যে,এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন,যদি স্বদেশে এটি অসম্ভব হয় তবে অমুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়া জায়েয।

২.৬. অমুসলিম দেশে প্রথম থেকেই বসবাসরত একজন নওমুসলিম:

অমুসলিম দেশে প্রথম থেকেই বসবাসরত একজন নওমুসলিম যার জন্য অন্য দেশে বসবাস করা কঠিন এবং সেই দেশে বসবাস করে ইসলাম পালনে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহলে তার জন্যও সেখানে বসবাসের অনুমতি রয়েছে।

২.৭. রাজনৈতিক আশ্রয়

জনৈতিক আশ্রয় আন্তর্জাতিক আইনের একটি স্বীকৃত অধিকার। কোন ব্যক্তি যদি তার নিজ রাষ্ট্র থেকে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ধর্মীয় কর্মকান্ডের জন্য বিতাড়িত হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি মানবিক কারণে অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশ ও বসবাসের জন্য অনুমতি লাভ করতে পারে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮ এর অনুচ্ছেদ ১৪(ক) তে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বা আদর্শগত কারণে নিপীড়ন বা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনা করার অধিকার রয়ে**ছে**। প্রতি বছরই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা-সহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন অনেক বাংলাদেশি নাগরিক ।

তৃতীয় অধ্যায়

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের অবস্থান করার **ধরন**

চাকরি, লেখাপড়া, যুদ্ধ-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা ও উন্নত জীবন লাভের আশায় মুসলিম দেশ থেকে বহু মুসলিম অমুসলিম দেশে পাড়ি জমায়। তাদের অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদে অমুসলিম দেশে বসবাস করে। কেউ আবার দেশে ফিরে আসে।তাদের কেউ আবার স্থায়ীভাবে থেকে যায় । আবার কেউ কেউ অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বও গ্রহণ করে।

৩ .১.বসবাসের ধরন

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের বসবাস দুই ধরনের । অস্থায়ীভাবে বসবাস ও স্থায়ীভাবে বসবাস । অস্থায়ীভাবে বসবাস করার মধ্যে আছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, পর্যটনের উদ্দেশ্যে, ইসলামের দাওয়াত উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ । স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনেকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ।

৩. ২ অমুসলিম দেশে মুসলমানদের নাগরিকত্ব গ্রহণ

অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব নেওয়ার আগে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরি—

এক. মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন সম্ভব না হলে বাধ্য হলে বা প্রয়োজন হলে অমুসলিম দেশে বসবাসের জন্য নাগরিক হতে পারবে।

দুই. মুসলিম দেশের তুলনায় অমুসলিম দেশকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করতে পারবে না।

তিন. নিজেই ঈমান ও আমল সঠিক ও যথার্থভাবে পূর্ণ করতে পারার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

চার. নিজের চরিত্র ও কর্মপন্থার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে কর্মগত আহ্বানের মনোবৃত্তি থাকতে হবে।

তবে শুধু নিজের আয়েশ ও আরামের জন্য বা অন্যদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও গর্ব করার মানসিকতা নিয়ে অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। (বুহুসুন ফি কাজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারাহ : ৩২৯/১-৩৩১)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

‘ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

সামুরা বিন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘কেউ কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো।

তবে শুধু নিজের আয়েশ ও আরামের জন্য বা অন্যদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও গর্ব করার মানসিকতা নিয়ে অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। (বুহুসুন ফি কাজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারাহ : ৩২৯/১-৩৩১)

৩. ২. .১.অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাস ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়। অমুসলিম দেশগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. যেখানে ধর্মবিদ্বেষ প্রবল: যেসব দেশে সাধারণভাবেই ধর্মবিদ্বেষ প্রবল। বিশেষত যেসব দেশের মানুষ ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সন্ত্রাস বলে এবং যেসব দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামবিদ্বেষ উসকে দেয়, সেসব দেশের স্থানীয় মুসলিমরা সেখানে ধৈর্যসহ বসবাস করবে এবং দ্বিনের ব্যাপারে যেন শীথিলতা চলে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘কিন্তু কেউ অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সুরা নাহল, আয়াত : ১১৫)

তবে কোনো মুসলিম দেশ থেকে এমন দেশে হিজরত করা বৈধ নয়। কেননা যেখানে ইসলাম দ্বিন পালনের সুযোগ না থাকলে মাতৃভূমি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে এমন পরিবেশে যাওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

‘যারা নিজেদের ওপর অবিচার করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর জমিন

কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? তাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ৯৭)

দুই. পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে : যেসব দেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে এবং যেখানে বিশেষ একটি ধর্মের অনুসারীরা অন্যদের প্রভাবিত ও পদানত করতে সচেষ্ট নয়; বিশেষত যেখানে ধর্মের প্রশ্নে রাষ্ট্রের অবস্থান নিরপেক্ষ এমন দেশে বৈধ উদ্দেশে যাওয়া এবং অবস্থান করা বৈধ। যেমন চাকরি, লেখাপড়া ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

‘আল্লাহ জানেন যে তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। (সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ২০)

তবে এমন দেশে অবস্থানের ক্ষেত্রেও শর্ত হলো নিজের, পরিবারের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বিনদারির ব্যাপারে আশঙ্কা না থাকা এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে ঈমান ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা তৈরি না হওয়া। যদি সেখানে যাওয়ার পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। জীবন সেখানে যতই প্রাচুর্যময় হোক না কেন।

কেননা আল্লাহ বলেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ
وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

‘বলো, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কোরো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।(সুরা তাওবা, আয়াত : ২৪)

৩. ২. ২. নাগরিকত্ব গ্রহণ জায়েজ কিনা

কোনো মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ কি না—এ বিষয়ে সমকালীন আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তাদের মধ্যে আল্লামা মোস্তফা আল-ঝারকা, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ও মান্না আল-কাত্তান প্রমুখ আলেম মুসলমানের জন্য অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণকে হারাম বলেছেন। মিসরের বিখ্যাত আলেম ও ধর্মতাত্ত্বিক হাসান আল-বান্না বিষয়টিকে 'আকবারুল কাবায়ির' (জঘণ্যতম কবিরা গুনাহ) বলেছেন। তাদের দলিল হলো মহান আল্লাহর বাণী—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ

'মুমিনরা যেন মুমিনরা ছাড়া অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৮)

৩. ২. ৩.যেসব শর্তে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যাবে

বহু আলেম মনে করেন, অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ। যদি অমুসলিম দেশের পরিবেশ ঈমান ও ইসলামের জন্য বৈরী না হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান রক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়, তবে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের অবকাশ আছে। কেননা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না এমন অমুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

‘দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

এ ছাড়া অমুসলিম দেশের মুসলমানের নাগরিকত্ব গ্রহণের ইতিবাচক প্রভাবও আছে। কেননা তা অমুসলিম দেশে ‘উজুদু ইসলামী’ তথা ইসলামের অস্তিত্বকে দৃঢ় করে এবং ইসলাম প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধি করে। মুসলমানের অবস্থানের ফলে সেসব দেশে মাদরাসা-মসজিদের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যা স্থানীয়দের ইসলাম সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। বিপরীতে ইসলাম ও মুসলমানের অনস্তিত্ব ইসলাম প্রসারের পথরুদ্ধ করে। যা বৈশ্বিক ধর্ম ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৩. ২. ৪. অমুসলিম দেশে যেভাবে বসবাস করবে

মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পরও জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত একজন অমুসলিম কর্তৃক শাসিত অমুসলিম দেশ হাবশায় অবস্থান করেন। এতে প্রমাণিত হয়, দ্বিন প্রচারের স্বার্থে মুসলিম দেশে বসবাস করা বৈধ। পবিত্র কোরআনেও দ্বিন প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ

‘হে রাসুল, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা পৌঁছে না দেন, তবে আপনি তাঁর বাণী প্রচার করলেন না।’ (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭)

প্রাজ্ঞ আলেমরা বলেন, অমুসলিম দেশে মুসলমানের অবস্থান দ্বিনের জন্য কল্যাণকর তখনই হবে, যখন সে তার যাপিত জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এবং তার পরিবারকে দ্বিনের বিধান অনুসারে পরিচালনা করবে। যেন তার সমগ্র জীবনেই দ্বিন প্রস্ফুটিত হয়।

৩. ২. ৫. নবীজি (সা.)-এর সতর্কবার্তা

অমুসলিম দেশে বসবাসের ব্যাপারে নবীজি (সা.) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'আমি সেসব মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ২৬৪৫)

তিনি আরো বলেছেন, 'কেউ কোনো মুশরিকদের সাহচর্যে থাকলে এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ২৭৮৭)

উল্লিখিত হাদিসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসরা বলেন, মুসলিমরা অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও সেখানে বসবাসের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে। বিশেষত যখন তার ঈমান ও ইসলাম হুমকির মধ্যে পড়ার ভয় থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের বসবাসের সমস্যা ও তার সমাধান

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের দেশে বসবাসের কিছু সমস্যা রয়েছে। সে সমস্যাগুলো ও তার সমাধান নিচেআলোচনা করা হলো ।

৪.১.অমুসলিম দেশে মুসলিম পরিচয় রক্ষা

প্রতি বছর মুসলিম দেশগুলো থেকে চাকরি, লেখাপড়া, যুদ্ধ-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা ও উন্নত জীবন লাভের আশায় মুসলিম দেশ থেকে বহু মুসলিম অমুসলিম দেশে পাড়ি জমায়। তাদের অনেকেই দীর্ঘ মেয়াদে অমুসলিম দেশে বসবাস করে। আবার কেউ কেউ অমুসলিম দেশের নাগরিকত্বও গ্রহণ করে। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো মুসলিম পরিচয় রক্ষা করা, বিশেষত অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের অনেকেই ইসলাম ও ইসলামী জীবনধারা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করছে, যা খুবই উদ্বেগজনক।

মুসলিম পরিচয় বহনের গুরুত্ব

একজন মুসলমানের জন্য মুসলিম পরিচয় বহন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অপরিহার্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

‘হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ কোরো না।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)

আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা বলেন, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির জীবনই মুসলমানের জীবন।

আর তা হলো জীবনের সর্বত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য। (মাআরেফুল কোরআন : ২/১১০)

ইসলামকে ধারণ করা

মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো পরিপূর্ণরূপে ইসলামকে ধারণ করা। আংশিক পরিচয় ধারণ এবং আংশিক ত্যাগ করা গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِى السِّلۡمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ

‘হে মুমিনরা! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২০৮)

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ‘তোমরা একই ধর্মাচার মেনে চলো, পরিপূর্ণ ইসলাম মান্য করো এবং তার ওপর দৃঢ় থাকো।’ (তাফসিরে কুরতুবি : ৩/৩৯২)

পরিবার রক্ষার জন্য পরিকল্পনা

অমুসলিম দেশের ইসলামবিমুখ সমাজে পরিবারের সদস্যদের দ্বিন ও ইসলাম রক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন—পরিবারে দ্বিনচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, শিশুদের প্রয়োজনীয় দ্বিনি শিক্ষা নিশ্চিত করা, পরস্পরকে দ্বিন পালনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ

‘হে মুমিনরা! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতারা, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই তারা করে।’ (সুরা : তাহরিম, আয়াত : ৬)

আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা আবশ্যক

ইসলাম মা-বাবা ও অভিভাবককে সন্তান-সন্তুতি ও অধীনদের দ্বিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার গুরুদায়িত্ব দিয়েছে। কেউ যদি এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তাহলে পরকালে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতের (ইসলামের) ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসকে পরিণত করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৮৫)

৪. ১. ১. মুসলিম পরিচয় রক্ষার উপায়

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম পরিচয় রক্ষার কয়েকটি উপায় বর্ণনা করা হলো। যার মূলকথা হলো, ইসলাম ও মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অন্তরে ধারণ করা এবং হীনম্মন্যতার শিকার না হওয়া। যেমন—

১. ইসলামই আলো : সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির জন্য ইসলামই আলো। ইসলাম ছাড়া আলোকিত জীবনযাপন সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَّهۡدِىۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ بِاِذۡنِهٖ وَيَهۡدِيۡهِمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ

'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর (কোরআন) দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ১৬)

২. ইসলামই পরিপূর্ণ জীবন বিধান : পৃথিবীতে যত দ্বিন ও ধর্ম আছে তার মধ্যে আল্লাহ ইসলামকেই পূর্ণতা দান করেছেন। তাই ইসলামকেই ধারণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلۡيَوۡمَ يَـئِسَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ دِيۡـنِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَاخۡشَوۡنِ ؕ اَلۡيَوۡمَ اَكۡمَلۡتُ لَـكُمۡ دِيۡنَكُمۡ وَاَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِىۡ وَرَضِيۡتُ لَـكُمُ الۡاِسۡلَامَ دِيۡنًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বিন মনোনীত করলাম।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৩)

৩. মুসলমানই শ্রেষ্ঠ জাতি : মুমিন অন্তরে এই বিশ্বাস লালন করে যে মুসলমানই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই মুসলিম পরিচয় ধারণ করা গর্বের বিষয়। আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করো।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)

৪. আল্লাহর আনুগত্য সর্বত্র : মুমিন আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ইসলামের পরিচয় ধারণ করে। আল্লাহর আনুগত্য দেশে ও প্রবাসে সর্বত্র আবশ্যক।

মহানবী (সা.) বলেন, 'তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৯৮৭)

৫. দৃঢ়তাই সাফল্য : প্রতিকূল পরিবেশে ঈমান ও ইসলামকে আঁকড়ে ধরা এবং তার ওপর দৃঢ় থাকাই সাফল্য। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا

'নিশ্চয়ই এই কোরআন পথ দেখায় সেই পথের দিকে, যা সুদৃঢ় ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৯)

৬. সুপথে চলার সুফল নিজের : সুপথে চলতে কষ্ট হলেও এর সুফল ব্যক্তি নিজেই ভোগ করবে। ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বলো, আমি তো কেবল সতর্ককারীদের জন্য একজন।' (সুরা : নামল, আয়াত : ৯২)

৭.পরকালই প্রকৃত ঠিকানা : মুমিনের প্রকৃত ঠিকানা পরকাল। তাই সে পার্থিব স্বার্থের জন্য পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। আল্লাহ বলেন,

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।' (সুরা : আলা, আয়াত : ১৬-১৭)

ইসলামের পরিচয় পরিচয় ত্যাগের ক্ষতি

কোরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে মুসলিম পরিচয় ত্যাগ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪০৩১)

অন্য হাদিসে নবীজি (সা.) বলেন, 'দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করো, আর ইহুদিদের অনুকরণ কোরো না।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫০৭৩)

মনে রাখতে হবে, কোনো অমুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলাম ও ইসলামের পরিচয় ত্যাগের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। কেননা তারা মুসলিমদের ঈমানহারা না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না। পবিত্র এই বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ কতই না চমৎকার বলেছেন, 'ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। বলো, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১২০)

আল্লাহ সবাইকে স্বদেশে ও প্রবাসে ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করে চলার তাওফিক দিন। আমিন।

৪. ২ .অমুসলিম দেশে মুসলিম সন্তান প্রতিপালন

সমস্যা

একটি অমুসলিম দেশে বাস করলে , পিতা মাতা হয়তো চাইবেন তার শিশু ইসলাম এর প্রতি অনুরক্ত হয়ে বা ভালোবাসা নিয়ে, বেড়ে উঠুক। ইসলাম সম্পর্কে জানুক, ইসলাম কে নিজের জীবন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে বেড়ে উঠুক । যখন শিশুকে ইসলামিক জীবন যাপন পদ্ধতি (নবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ এর জীবন পদ্ধতি - সীরাত বলার চেষ্টা করেন, শিক্ষা দিতে প্রয়াস করেন, তা হয়তো শিশুর জন্য অনুধাবন করতে বেশ কষ্ট হয়। বেশির ভাগ সময় শিশু মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে না। মূল কারণ হিসাবে অনৈসলামিক পরিবেশে বেড়ে উঠায় দায়ী। শিশুটি ঘরে এক রকম শিক্ষা পাচ্ছে আর স্কুল , খেলার মাথা, বিনোদন কেন্দ্র, বাজার বা অন্যান্য জায়গায় দেখছে সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। অন্য ভাবে বলা যায় , ইসলাম তাকে যে সব জিনিস না করতে বলছে - সে দেখছে তার বন্ধু বান্ধব অনায়াসে সে জিনিস করছে। ছেলে বন্ধু / মেয়ে বন্ধু সম্পর্ক, ছেলে মেয়ে মেলা মেশা , স্বল্প বসনা হয়ে না চলা ফেরা করা (পর্দা করা) , সূরা পান না করা , পার্টি উৎসব উল্লাস এ সময় নষ্ট না করা , আরো অনেক উদাহরণ আছে। এ দ্বিমুখী পরিবেশ শিশুদের মনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। সে হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব স্বকীয়তা।কোন সংস্কৃতই নিয়ে থাকবে সেই দ্বৈরথ এ থাকে সব সময় । ঠিক এ সময় এ পিতা মাতার প্রয়োজন খুব বেশি। মারাত্মক বাস্তুময় জীবন পাশ্চাত্যে, কিন্তু শিশুকে সঠিক ভাবে বেড়ে উঠার জন্য পিতা মাতা কি যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন?

বাবা মা একটি শিশুর জন্য প্রথম আদর্শ। একটু সময় নিয়ে চিন্তা করতে হবে কি আদর্শিক মূল্যবোধ কাঠামো শিশুর সামনে রাখা হচ্ছে। পিতা মাতা যদি শিশুর ধুমপান - সে ভাববে

ধুমপান ভালো জিনিস, আপনি যদি বিনোদন টেলিভশন, সিনেমা, আনন্দ উল্লাস নিয়ে ব্যাস্ত থাকেন - শিশু ভাববে সেটা তার জন্য ঠিক।
আমরা ভাবি আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আমাদের সন্তান আমাদেরকে দেখভাল করবে - কিন্তু তারা আমাদের পিতামাতা কে সে রকম দেখভাল করতে দেখছে না । আমাদের শিশু কি সেটা দেখছে? আমাদের শিশু কি দেখছে আমরা নামাজ পড়ছি? আমাদের শিশু কি দেখছে পর্দা করতে ? শালীন আচরণ করতে ? কুরআন পড়তে? আমরা কিছুই করছি না, আর আমরা চাচ্ছি আমাদের শিশু নিজে নিজে সব শিখে যাবে ।

শিশু যখন ঘরের মধ্যে কোনো আদর্শ কে অনুসরণ করার জন্য পাবে না সে তাকাবে ঘরের বাইরে। একটি অমুসলিম দেশে ইসলামিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হবার জন্য যথেষ্ট উপকরণ ঘরের বাইরে ছড়িয়ে রেখেছে। সুস্থ্য পরিবেশ এবং পিতা মাতার যথেষ্ট পরিচর্চার অভাব এ শিশুর আদর্শিক অবক্ষয় অমুসলিম দেশের মুসলিম ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। পূর্ণ বয়োপ্রাপ্তির পর - মুসলিম মেয়ে কে পালিয়ে যেয়ে বিয়ে করতে দেখা যায় ইহুদি নাসারা হিন্দু ছেলেদের।সেরূপ মুসলিম ছেলেদের ও ইসলামের নিষেধ উপেক্ষা করে ইহুদি নাসারা হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করতে দেখা যায়। দেখা যায় মদ/মাদক এর পেয়ালা হাতে কোনো উল্লাসে মেতে থাকতে। বিবাহ বহির্ভুত নারী পুরুষ সম্পর্ক তৈরী করতে। এ বেশির ভাগ অভিযোগ এর উত্তর কিন্তু হতভাগ্য মুসলিম /মুসলিমা -এরা হয়তো আর ইসলাম এর উপর থাকে না । এর শিশুকাল এর ব্যার্থ পরিচর্চা কে এ নির্দেশ করে।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'।(সূরা আল-ফুরকান : আয়াত ৭৪)
নেককার সন্তান হলো আল্লার রহমত সেই মুত্তাকী বান্দার জন্য - যে কিনা তার সন্তান ও স্ত্রী / স্ত্রীগণের ইমাম বা নেতা , যে তাদের কে পরিচালিত করবে ইসলাম এর পথে। (এ দুয়া টি প্রত্যেক মুসলমান এর জন্য এ অপরিহার্য - প্রত্যেক মুসলমান কে আল্লাহ কবুল করে নিন)। শুধু নিজে নয় , নিজ সন্তান সন্ততিদের ও ইসলাম এর উপর কায়েম রাখা সফল মুসলিম পিতা-মাতার দায়িত্ব।জান্নাত প্রাপ্তি ই সর্বোচ্চ সফলতা যেখান এ মুসলিমরা আজীবন সুখে শান্তিতে বাস করবে। অন্য কোথায়, সন্তান কে ইসলাম এর উপর কায়েম রাখাও পিতা-মাতার জান্নাত প্রাপ্তির জন্য অপরিহার্য।

সমাধান

একজন মুসলিম পিতা -মাতা হিসাবে আমরা আমাদের শিশুর জন্য যা চাইবো তা নিচে দেওয়া হলো—

এক. আমরা চাইবো আমাদের সন্তান যেন আল্লাহর একত্ববাদ এর অনুসারী হয়ে বেড়ে উঠে। তাদের হৃদয়ে ইসলাম এর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠে।

দুই. আমরা চাইবো আমাদের সন্তান যেন একটি ইসলামিক পরিবেশে বেড়ে উঠে। তাদের বন্ধু বান্ধব ও হয় মুসলিম।

তিন. আমরা চাইবো আমাদের সন্তান যেন কুরআন এর জ্ঞান নিয়ে বেড়ে উঠে , কুরআন কে বুঝতে শিখে , কুরআন কে জীবন চলার গাইড বানিয়ে চলে।

চার. আমরা চাইবো আমাদের সন্তান যেন কোনো হীনমন্যতায় না ভুগে অন-ইসলামিক জীবন থেকে দূরে থেকে, ইসলাম এ সফলতার চাবি কাঠি জান্নাত এর চিরজীবন এর জন্য এটা যেন ওরা মনে প্রাণে গ্রহণ করে।

পাঁচ. আমরা চাইবো আমাদের সন্তান যেন ইসলাম এর দায়ী হয়ে বেড়ে উঠে - তার আচার আচরণ ব্যবহার কথা বার্তা অমুসলিম শিশুদের কে ও ইসলাম এর প্রতি আকর্ষণ করে এবং বড়দেরকে ও।

আরো অনেক কিছু ই চাইবো - কিন্তু উপরোক্ত পাচটি পয়েন্ট ই পিতা-মাতার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব। আমরা জানি অমুসলিম দেশে (ইউরোপ আমেরিকা) রাত-দিন উদয়ন্ত পরিশ্রম করা হয় অর্থ উপার্জন এর জন্য - জীবিকার প্রয়োজন। জীবন এ হালাল অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অত্যধিক পরিশ্রম এ আমরা আমাদের ঘরে যে ইমামি দায়িত্ব আছে, ঘরে ইসলামী পরিবেশ কায়েম করা , পরিবার কে মসজিদ এ নিয়ে যাওয়া, ইসলামিক আলোচনা তে নিয়ে যাওয়া, ইসলামিক সফলতার গল্প বা প্রবন্ধ পাঠের উৎসাহ দেন করা, সামর্থ থাকলে অবশই হজ - উমরা পালন এ নিয়ে যাওয়া , করা তা থেকে যেন দূরে সরে না যাই, জান্নাত থেকে যেন দূরে সরে না যাই ।

বিশেষ করে সন্তান এর যে প্রশ্ন আসবে মনে , তাদের অমুসলিম বন্ধুদের জীবন পদ্ধতি দেখে , তার সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করা। ইসলাম কে তাদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তাদের ইসলাম কে বুঝতে সাহায্য করা। সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়তো সম্ভব নয় সবার পক্ষে।

সঠিক উত্তর যে জানে তাদের কাছে জেনে সন্তান কে জানানো পিতা-মাতার কর্তব্য। যখন একটি শিশু দেখবে তার পিতা -মাতা তার প্রশ্ন গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে সে তখন জিনিস টি নিয়ে ভাববে। সে ইসলাম এর প্রতি আকৃষ্ট হবে ইনশাল্লাহ ।

৪. ৩ .অমুসলিম দেশে মুসলমানদের **খাবার দাবার**

৪. ৩ . ১. অমুসলিম দেশে সুপারশপ থেকে মাংস কিনে খাওয়া

মুসলমানদের যেকোনো গোশত খাওয়ার অনুমতি নেই। দুই শর্তে মুসলিম গোশত খেতে পারে। প্রথমত পশু-পাখি হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। তবেই সেই গোশত মুসলমানদের জন্য খাওয়া জায়েজ। কোনো হালাল পশুও জবাইয়ের সময় যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া না হয়, সেই গোশত মুসলমানদের খাওয়া জায়েজ নেই। এমনকি মুসলিম রেস্টুরেন্টেও 'যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয়, তাহলে জন্তুটি মৃত (অর্থাৎ মৃত পশুর হুকুমের মতো), তা খাওয়া যাবে না। তবে যদি ভুলবশত (আল্লাহর নাম) ছেড়ে দেয়, তাহলে খাওয়া যাবে।' (আল বিনায়াহ খ: ১০ পৃ-৬৪৫)
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
অর্থ: 'যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ।' (সুরা আনআম: ১২১)
হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে ওহি নাজিল হবার আগে জায়েদ ইবনু নুফাইল এর সঙ্গে 'আসফালি-বালদাহ' নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর (স.)-এর সামনে দস্তরখান বিছানো হয়। (যেখানে কিছু পাকানো গোশতও রাখা হয়) রাসুল (স.) তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর বলেন, আমি সে প্রাণী খাই না, যা তোমরা মূর্তির নামে জবাই করো। আমি শুধু ওই প্রাণীই ভক্ষণ করি যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে। (সহিহ বুখারি: ৩৮২৬, ৩৬১৪)

তবে, যদি আপনার জানা থাকে যে জবাইকৃত পশুটি হালাল এবং ওই পশুটি বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা হয়েছে তাহলে আপনি অমুসলিম দেশের সুপারশপ থেকেও গোশত ক্রয় করে খেতে পারেন। এরপরও সবচেয়ে উত্তম হবে যদি আপনি নিজে পশু-পাখি ক্রয় করে এনে নিজেই জবাই করতে পারেন। প্রয়োজনে গোশতের পরিবর্তে শাক-সবজি খাওয়া উচিত হবে, যা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বস্তুত সতর্কতার মাধ্যমেই ব্যক্তির ঈমান ও আমল রক্ষা পায়।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘যে সন্দেহজনক জিনিস থেকে বেঁচে থাকবে সে নিজের দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করবে।’ (বুখারি: ৫২)

৪. ৩ . ২ অমুসলিমের তৈরি ইফতার খাওয়া

ইফতার আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত। শরিয়তের পরিভাষায় রোজা পালনকারী সারাদিন রোজা রেখে সূর্যাস্তের পর কোনো কিছু খেয়ে বা পান করে রোজা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে। ইফতার করা সুন্নত। রমজানে ইফতার করা যেমন পবিত্র আমল, তেমনি ইফতারের সময়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এটি দোয়া কবুলের বিশেষ সময়।

নবী কারিম (স.) ইরশাদ করেছেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোজাদার যখন সে ইফতার করে ও নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়া' (ইবনে মাজাহ: ১৭৫২)। তিনি আরও বলেছেন, 'ইফতারের সময় রোজাদের ন্যূনতম একটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়।' (ইবনে মাজাহ: ১৭৫৩) ।

কোনো অমুসলিম ইফতার তৈরি করলে, সেই ইফতার মুসলমাদের জন্য খাওয়া জায়েজ হবে যদি তাদের তৈরি ইফতারে নাপাকি বা হারাম জিনিস থাকার প্রবল ধারণা না হয়। যদিও সতর্কতার খাতিরে একজন রোজাদারের জন্য তা অনুত্তম।

তবে, অমুসলিমের হাতে জবাইকৃত কোনো প্রাণির গোশত খাওয়া হালাল নয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

অর্থ: 'যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ।' (সুরা আনআম: ১২১; রদ্দুল মুহতার ১০/৫২১; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/৩৪)

অতএব, অপবিত্র ও হারাম জিনিসের মিশ্রণ না থাকলে অমুসলিমদের তৈরি ইফতার বা যেকোনো খাবার গ্রহণ জায়েজ। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (স.) অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের রান্নাকৃত খাবারও খেয়েছেন। তাদের দেওয়া উপহারও গ্রহণ করেছেন। (বুখারি: ২৬১৫)

আবু হুমাইদ আল-সাঈদি (রা.) বলেন, 'আমি নবী (স.)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ করেছি। আয়লা-র বাদশাহ নবী (স.)-কে সাদা রঙের একটি খচ্চর এবং একটি চাদর উপহার দিয়েছেন' (বুখারি: ২৯৯০)। আল-আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব হুনাইনের দিন সম্পর্কে বলেন, 'রাসুল (স.) সাদা রঙের একটি খচ্চরের উপর ছিলেন; যে খচ্চরটি ফারওয়া বিন নুফাছা আল-জুযামি তাকে উপহার দিয়েছিলেন।' (মুসলিম: ১৭৭৫)

৪. ৩ . ৩ অমুসলিম দোকানে খাওয়া

অমুসলিমদের পাত্রে তাঁদের (দোকানে এ হোটেলে) খাওয়া বৈধ নয়। তবে তাঁদের পাত্র (দোকানে বা হোটেলে) ছাড়া যদি মুসলিমদের কোন পাত্র (দোকান বা হোটেলে) না পাওয়া যায়, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় তাঁদের সেই পাত্র (ধোয়ার পর তাঁদের দোকান বা হোটেলে)খাওয়ার অনুমতি আছে।

একদা এক সাহাবী রাসুলুল্লাহ(সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, " আমরা আহলে কিতাবদের পাশাপাশি বাস করি। আর তাঁরা তাঁদের পাত্রে শূকর রান্না করে এবং মোদ পান করে।(এখন আমরা কি তাঁদের পাত্রে পানাহার করতে পারি?) উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) বললেন, " যদি তোমরা তা ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাতেই পানাহার কর। আর যদি তা ছাড়া অন্য পাত্র না পাও, তাহলে তা ধুয়ে নাও এবং তাতে পানাহার কর।" ১২৪ (আবূ দাঊদ ৩৮৩৯ নং), ১২৪ (বুখারী, মুসলিম ১৯৩০ নং প্রমুখ) ।

৪. ৩ .কাফেরের হাদিয়া গ্রহণ

অন্য ধর্মাবলম্বীদের হাদিয়া গ্রহণ , রান্না করা খাবার যেমন, মাছ, তরকারি ইত্যাদি খাওয়া জায়েজ। তবে খাবারটি কোনোভাবেই হারাম না হতে হবে।

পাশাপাশি তাতে হারাম কোনো কিছুর সংমিশ্রণ না থাকতে হবে। তাদের কোনো উপাস্যের জন্ম উৎস্বর্গকৃত না হতে হবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। তাদের রান্নাকৃত খাবার খেয়েছেন। তাদের দেওয়া উপহারও গ্রহণ করেছেন। (বুখারি, হাদিস: ২৬১৫)

আবু হুমাইদ আল-সাঈদি (রা.) বলেন, 'আমি নবী (সা.)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ করেছি। আয়লা-র বাদশাহ নবী (সা.)-কে সাদা রঙের একটি খচ্চর এবং একটি চাদর উপহার দিয়েছেন। ' (বুখারি, হাদিস: ২৯৯০)

আল-আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব হুনাইনের দিন সম্পর্কে বলেন, 'রাসুল (সা.) সাদা রঙের একটি খচ্চরের উপর ছিলেন; যে খচ্চরটি ফারওয়া বিন নুফাছা আল-জুযামি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। ' (মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৫)

আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.)-কে দুমাত-এর (একটি স্থান) উকাইদির (রাজা) একটি রেশমী কাপড় উপহার দিয়েছেন। তখন তিনি সেটা আলী (রা.)-কে

দিয়ে বললেন: 'এটাকে কেটে খিমার (নারীর অবগুণ্ঠন) বানিয়ে ফাতেমাদের দাও। ' (বুখারি, হাদিস: ২৪৭২; মুসলিম, হাদিস: ২০৭১)

ইমাম শারফ আন-নববী বলেন, 'এ হাদিসে কাফেরের হাদিয়া গ্রহণ বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল রয়েছে। ' (শারহু মুসলিম: ১৪/৫০)

আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদি নারী (সা.)-এর কাছে একটি বিষযুক্ত ভেড়া নিয়ে আসে। তিনি সে ভেড়া থেকে খেয়েছেন। (বুখারি, হাদিস: ২৪৭৪; মুসলিম, হাদিস: ২১৯০)

সৌদি আরবের স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে এসেছে, 'অমুসলিমেরা সাধারণ উপলক্ষগুলোতে যেমন- নতুন শিশুর জন্ম ও অন্যান্য উপলক্ষে মুসলিমদের যেসব মিষ্টান্ন দেয়, সেগুলো খাওয়া জায়েজ; তবে ধর্মীয় উপলক্ষকেন্দ্রিক কোনো খাবার খাওয়া জায়েজ নয়।

নবী (সা.) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'তিনি মুশরিকদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করেছেন। ' শাইখ আবদুল আজিজ ইবনে বাজ, শাইখ আবদুল আজিজ আলে শাইখ, শাইখ বকর আবু যায়েদ। (ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা, আল-মাজমুআ আস-সানিয়া: ১০/৪৭০)

শাইখ বিন উছাইমিন (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, আমার একজন অমুসলিম প্রতিবেশী আছে। কখনও কখনও বিভিন্ন উপলক্ষে সে আমাকে খাবার ও মিষ্টান্ন পাঠায়। এ খাবার আমি খাওয়া ও আমাদের বাচ্চাদের খাওয়ানো কি জায়েজ হবে?

জবাবে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। যদি আপনি নিরাপদ মনে করেন, তাহলে কাফেরের দেওয়া হাদিয়া খাওয়া আপনার জন্য জায়েজ। কেননা নবী (সা.)-কে যে ইহুদি নারী ভেড়া হাদিয়া দিয়েছে এবং তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন। যে ইহুদি তাকে তার ঘরে দাওয়াত করেছে, তিনি তার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তার খাবার খেয়েছেন।

তাই কাফেরদের উপহার ও তাদের বাসায় খেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে- নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। যদি কোনো আশংকা থাকে, তাহলে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে আরেকটি শর্ত হচ্ছে, খাবার ও উপহারগুলো তাদের ধর্মীয় উপলক্ষ কেন্দ্রিক না হওয়া (যেমন- পূজা ও বড়দিন পালন ইত্যাদি ধরনের কোনো উপলক্ষ)। এই ধরনের অবস্থায় উপলক্ষকেন্দ্রিক তাদের উপহার গ্রহণ জায়েজ নেই। (ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব: ২৪/২)

অমুসলিমদের তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলে ঈমান-আমলের ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকলে অংশগ্রহণ করা জায়েজ হবে না। (আহকামুজ জিম্মাহ: ১/৭২৩) অনুরুপভাবে তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৭৩)

৪. ৪ .কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে কাফেরদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক রূপে গ্রহণ করার বাহ্যিক রূপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে

(১) পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কেননা পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা ও অন্যান্য বিষয়ে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা তাদেরকে ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
“যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে’ ’

সুতরাং কাফেরদের খাস স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, তাদের অভ্যাস, ইবাদত, পথ-পদ্ধতি ও আখলাক-চরিত্রের সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম। যেমন দাড়ি কামিয়ে ফেলা, মোচ লম্বা করা, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী ভাষায় কথা বলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার এবং অন্যান্য বিষয়ে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম।

(২) কাফেরদের দেশে বসবাস করা এবং তা থেকে মুসলিমদের দেশে দীন নিয়ে হিজরত না করা। কেননা অমুসলিমদের দেশে দীন নিয়ে বসবাস করা সম্ভব না হলে মুসলিমদের উপর হিজরত করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কাফেরদের দেশে বসবাস করা তাদেরকে ভালোবাসা ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করার প্রমাণ।

(৩) এ জন্যই হিজরত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের উপর আল্লাহ তা ‘আলা কাফেরদের মাঝে বসবাস করা হারাম করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ
أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾
فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

“যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ

দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল”। (সূরা আন-নিসা: ৯৭-৯৯)

যেসব দুর্বল লোকেরা হিজরত করার সামর্থ রাখে না, তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফেরদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেননি। তবে অমুসলিমদের দেশে যাদের বসবাস করার মধ্যে দীনের কল্যাণ রয়েছে যেমন আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া, কাফেরদের দেশে ইসলাম প্রচার করা তাদের জন্য অমুসলিম দেশে বসবাস করার অনুমতি রয়েছে।

(৪) আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন ও ভোগ-বিলাসের জন্য কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করাও তাদেরকে বন্ধু বানানোর লক্ষণ। বিনা প্রয়োজনে কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করা হারাম। তবে চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করা বৈধ। এমনি অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা ব্যতীত মানুষের কল্যাণার্থে যেসব বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়, ঐসব বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনার্থেও অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ। এসব প্রয়োজনে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা জায়েয। প্রয়োজন শেষ হলেই মুসলিম দেশে ফিরে আসা আবশ্যক। এসব উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা জায়েয হওয়ার শর্ত হলো মুসলিম সেসব দেশে গিয়ে স্বীয় দীনের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করবে এবং ইসলামকে নিয়ে গর্বিত থাকবে। সেই সঙ্গে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য ক্ষতিকর স্থানগুলো থেকে দূরে থাকবে। এমনি আল্লাহর দীনের দাওয়াত প্রচারের জন্য কাফেরদের দেশে সফর করা বৈধ অথবা ওয়াজিব।

(৫) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের প্রশংসা করা ও তাদের পক্ষপাতিত্ব করাও তাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা ও বন্ধু বানানোর আলামত। এটি ইসলাম ভঙ্গের ও মুরতাদ হওয়ার অন্যতম কারণ। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৬) বিনা প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাহায্য নেয়া, তাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা, মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলোতে ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদেরকে নিয়োগ করা, তাদেরকে ঘনিষ্ট ও উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করাও তাদেরকে অভিভাবক বানানোর লক্ষণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোনো ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাই তারা কামনা করে। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চেয়েও মারাত্মক। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। যদি তোমরা অনুধাবন করো। তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসেনা অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তারা তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতো বেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। তাদেরকে বলো, নিজেদের ক্রোধ ও আক্রোশে তোমরা নিজেরাই জ্বলে পুড়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন। তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন”। (সূরা আলে-ইমরান: ১১৮-১২০)

পঞ্চম অধ্যায়

অমুসলিম দেশে মুসলমানদের **শিক্ষা ব্যবস্থা**

৫. ১.অমুসলিম দেশে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা

যেসব দেশে **অমুসলিমদের** সংখ্যা বেশি, সেখানে মুসলিম শিশুদের দ্বিনি ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় অভিভাবকদের অনেক বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যকে সচেষ্ট থাকতে হবে, যেন শিশুরা ঈমান ও ইসলামের সঙ্গে বেড়ে ওঠে। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে এমন সব সুযোগ তারা লাভ করে, যা সংখ্যালঘুরা পায় না।

তাই অমুসলিম দেশের ইসলামী শিক্ষার রূপরেখা অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতনভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

ঈমান ও আকিদা শিক্ষা:

সবার আগে শিশুকে ঈমান ও আকিদা শিক্ষা দিতে হবে । শিশুরা প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার আগে ঘরে বা ভিন্ন আয়োজনে তাদের ঈমানি শিক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। ইসলামী কৃষ্টি ও কালচারের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। যেন জীবনের শুরুতেই সে নিজের ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করতে শেখে।

যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় সে আত্মপরিচয় নিয়ে টিকে থাকতে পারে। যদি প্রাথমিক পর্যায়ে সে ঈমানের শিক্ষা না পায়, তবে চার পাশের কুফর, শিরক ও পাপ চর্চা তার হৃদয়ে শিকড় গেড়ে বসবে এবং সমগ্র জীবনে তার প্রতিফলন ঘটবে। ঈমানি শিক্ষা ত্রুটি থাকলে শুধু সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, তার পরিবারও ভুগবে। কেননা অমুসলিম দেশের সামাজিক পরিবেশ ও আইন পরিবারের বিরুদ্ধে তার অনৈসলামিক জীবনধারার পক্ষে অবস্থান নেবে।

মুসলিম পরিবারগুলোতে ঈমানি শিক্ষার প্রতি অবহেলা ব্যাপক হলে মুসলিম সমাজ অস্তিত্বের হুমকিতে পড়বে।

মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষা :

অমুসলিম দেশের ইসলামী শিক্ষায় 'মুসলিম জাতিসত্তা'র প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। জাতি হিসেবে মুসলমানের বৈশিষ্ট্যগুলো, জীবনাচারে তাদের করণীয় ও বর্জনীয়, মুসলিম

সমাজের সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতিফলন থাকতে হবে। যেন অমুসলিম দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও চলমান জীবন প্রবাহের মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশু আত্মপরিচয়ের সংকটে না ভোগে। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন প্রবাহে মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন রক্ষা করতে না পারি, তবে আগামী প্রজন্ম অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

শিশুকে মুসলিম সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত করার প্রথম কাজ হলো তার নাম ইসলামী রাখা, দ্বিতীয় কাজ হলো পরিবারে দ্বিনচর্চা, তৃতীয় কাজ হলো ইসলামের সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করে তোলা, উম্মাহ বোধ ও চেতনা তাদের ভেতর সৃষ্টি করা।

ঘরে দ্বিনচর্চা :

মিসরের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, যিনি আরবি সাহিত্যের বুলবুলি নামে খ্যাত ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামচর্চা করতেন না। তবে তিনি কোরআনের শিল্পশৈলী নিয়ে বই লেখেন। তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শৈশবে আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তখন কোরআনের ধ্বনি আমাকে মোহিত করত। বড় হওয়ার পরও আমি সে স্বাদ অনুভব করি এবং অনুসন্ধান করে দেখি কোরআনের সাহিত্যশৈলী অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। তাই আমি এ বই লিখেছি। এ ঘটনা থেকে পরিবারে দ্বিনচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আধুনিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা নয় :

অমুসলিম দেশের মুসলিম শিশুরা যেহেতু একটি প্রতিকূল অবস্থার ভেতরে বড় হয় এবং সংখ্যালঘু হিসেবে নানা ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়, তাই তাদের জাগতিক শিক্ষার প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। যেন নাগরিক জীবনে তারা পিছিয়ে না পড়ে; বরং মুসলিম সমাজের মুক্তি ও স্বার্থ রক্ষায় মুসলিম শিশুদের আগামী দ্বিনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সেটা সম্ভব হবে শুধু আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করলে। মানসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তাদের পক্ষে মুসলমানের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা ও জীবন থেকে বিমুখ হয়ে থাকলে একসময় তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রয়োজনে মুসলিমরা আধুনিক ধারার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বিত প্রয়াস মুসলিম শিশুদের বহুবিধ জটিলতা থেকে রক্ষা করবে।

চাই শিক্ষার সমপরিমাণ সচেতনতা :

যে সমাজ ও দেশের বেশির ভাগ মানুষ অমুসলিম, সেখানে মুসলিম শিশুদের শিক্ষার সমপরিমাণে সচেতনতা আবশ্যক। শৈশব থেকে সে দেশের আইন, সামাজিম মূল্যবোধ, কৃষ্টি-

কালচার ও জীবনধারা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। যেন তারা ছোট থেকেই জানতে পারে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কোনটা গ্রহণীয়, কোনটা বর্জনীয় ও কোনটা সহনীয়। কোনটা ঈমান-ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং কোনটি গ্রহণে ইসলামের কোনো বাধা নেই। যেন একজন মুসলিম হিসেবে সে তার জীবনের পথ ও ধারাটি সহজেই পার্থক্য করতে পারে এবং সঠিক পথটি বেছে নিতে পারে। পাশাপাশি নিজেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহ পৃথিবীর সব মুসলমান ও তাদের সন্তানদের ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করুন। আমিন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অমুসলিম দেশের **সংস্কৃতি**

৬. ১.অমুসলিম দেশে **আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি**

অমুসলিম দেশে বিভিন্ন ধরনের অপসংস্কৃতি রয়েছে । অপসংস্কৃতি মানুষের জন্য অভিশাপ স্বরূপ। এটি মানুষের জীবনকে কলুষিত করে এবং জীবনের সৌন্দর্যের বিকাশকে স্তব্ধ করে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। কোনো সংস্কৃতি যখন ভালো কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং নৈতিকতা বিবর্জিত হয় তখন তা অপসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত হয়। এ অপসংস্কৃতির প্রভাবে জাতি তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং তরুণ সমাজ হয় বিপথগামী। চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন নির্বাহের যাবতীয় রীতিনীতি অপসংস্কৃতির কারণে অধঃপতন ঘটছে। যেসব মুসলমানেরা অমুসলিম দেশে থাকে তারা এই অপসংস্কৃতি অনুকরণ করে । যেমন তারা ইসলামিক রীতিনীতি বিধি বিধান পালন করে না । নারীরা বেপর্দা হয়ে চলে, বড়দিন বা খ্রিস্টমাস বা ক্রিসমাস দিবস পালন করে, মদ পান করে ছেলে মেয়ে একসাথে মেলামেশা করে। যা ইসলামিক জীবন বিধানের পরিপন্থী । যেমন আমেরিকা কানাডাতে যারা থাকে তাদের সন্তান সন্ততি বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিয়ে বড় হয়, এবং অপসংস্কৃতির সাথে মিশে যায় । হালাল কে হালাল হারামকে হারাম মনে করে না । তারা অমুসলিমদের সাথে মিশে শুভেচ্ছা বিনিময় করছে, একসাথে সাথে খাওয়া-দাওয়া করছে, তাদের সংস্কৃতির সাথে মিশে যাচ্ছে । কিন্তু মুসলমানদের উচিত অমুসলিমদের সাথে মিশতে হবে ইসলামিক বিধি নিষেধ অনুযায়ী ।

৬. ২ .অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় ও তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে তাদের বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করা হয়, যা হারাম।
আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।
তিনি বলেন, যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের রীতি- নীতির অনুসরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(তিরমিযী হা/২৬৯৫, মিশকাত হা/৪৬৪৯)*।
তিনি আরো বলেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২, আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)*।
ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৬)*।

৬. ৩.তরুণ সমাজকে রক্ষা করা

আজকের তরুণ সমাজই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি, আগামীর বিশ্ব তথা দেশ গড়ার কারিগর। তরুণ সমাজই পারে আগামী দিনের পৃথিবীকে আরো সুন্দরতর করে তুলতে। একটি দেশের সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কতদূর এগিয়ে যাবে, সেটা তাদের ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অপসংস্কৃতি তরুণ প্রজন্মের সুন্দর ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কোনো সংস্কৃতি যখন ইসলামী কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং নৈতিকতা বিবর্জিত হয় তখন তা অপসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত হয়। এই অপসংস্কৃতির প্রভাবে জাতি তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং তরুণ সমাজ হয় বিপথগামী। মুসলমান জাতি আজ ইহুদি,

খ্রিষ্টানদের চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন নির্বাহের যাবতীয় রীতিনীতি অন্ধভাবে অনুকরণ করে যাচ্ছে।

এহেন কার্যকলাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা করা এবং এর ব্যাপকতার জন্য নিজস্ব মিডিয়া সৃষ্টি করা। সংস্কৃতির বিকৃত রূপই হলো অপসংস্কৃতি। ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদিসের সাথে, আত্মা ও আচরণের সাথে, জীবনবোধ ও নৈতিকতার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যা মানব জীবনকে কলুষময় করে এবং জীবনের ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে তাই অপসংস্কৃতি।

তরুণ সমাজকে আজ অসত্যের ধূম্রজালে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সঠিক পথের দিশা পাচ্ছে না তারা। মাঝিবিহীন নৌকার মতো জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে মাঝ দরিয়ায় খাবি খাচ্ছে। এভাবে মুসলমান তার ধর্মীয় স্বকীয়তা হারাচ্ছে। আজ অনেক মেয়ের চাল-চলনে বোঝা যায় তারা ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাপারে খুবই অজ্ঞ। ইহকালই যেন তাদের সব। পরকালের চিন্তা করার সুযোগই পায় না। বেপর্দা ও অর্ধনগ্নতা মহামারির আকার ধারণ করছে।

তাদের অনেকেই অধিকার আদায়ের জন্য পাশ্চাত্যের নারীদের মতো রাস্তায় নেমে স্লোগান দিচ্ছে আর এই অধিকারের নামেই নারীদের শিক্ষা দিচ্ছে লজ্জাহীনতা এবং টেনে নিচ্ছে জাহেলী যুগের নারীদের অবস্থানে। ইহুদি, খ্রিষ্টানরা অপসংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করছে। তার মধ্যে একশ্রেণির মিডিয়া হচ্ছে মূল হাতিয়ার। এই মিডিয়া উস্কানিদাতা ও সন্ত্রাসীর ভূমিকায় নেমেছে। ইহুদি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া যা চায় তাই হচ্ছে। এমনকি এর মাধ্যমে জাতির ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ নাশ করার গতি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

গানের সুর-তরঙ্গে থাকে এক প্রকারের মাদকতা যা শ্রোতাকে মাতাল করে দেয়। বিষ দেহকে হত্যা করে, জীবনের অবসান ঘটায়। আর নাচ বা নৃত্য মানুষকে আচ্ছন্ন করে। অশ্লীল গান মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেমনিভাবে পানি শস্য উৎপন্ন করে। কুরআন মজীদে সঙ্গীত গান-বাজনা নৃত্যকে ‘লাহওয়াল হাদিস’ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো এমন কথা যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, দায়িত্ব ও কর্তব্যে তাকে গাফেল ও অসতর্ক বানিয়ে দেয়। বিজাতিরা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্মাচার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ

সূরা আনআমের ৭০ নং আয়াতে তাদের ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তাদের পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

অমুসলিমদের দেশে মুসলমানদের বসবাসের বিধান শিরোনামে গবেষণায় এতটুকুন বুঝতে পারলাম যে মুসলমানদের শুধু অমুসলিম দেশে বসবাস করলেই হবে না, ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। ঈমান ও আমল আমল ঠিক রাখতে হবে । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইসলামী শিক্ষার দিকে খেয়াল রাখতে হবে, সম্ভব হলে মুসলিম দেশে বসবাস করতে হবে ।